প্রথম আলো

তারিখ 21 JUL 2010
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

সন্ধ্যাকালীন স্নাতকোত্তর কোর্স

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বিপরীত মেরুতে

আহমেদ জায়িফ ●

শিক্ষার্থীদের আন্দোলন উপেক্ষা করে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একের পর এক সন্ধ্যাকালীন স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করছে কর্তৃপক্ষ। গত দুই মাসে শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতটি বিভাগে এই কোর্স স্থগিত করা হয়েছে। সর্বশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থীরা এই কোর্স বন্ধের দাবিতে আন্দোলন করছেন।

সন্ধ্যাকালীন এই কোর্স চালু নিয়ে দুই মেরুতে অবস্থান নিয়েছেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীরা বলছেন, বাইরের বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা সত্ত্বেও মূলত ব্যবসায়িক স্বার্থে শিক্ষকেরা এ কোর্স চালু করতে চাচ্ছেন। এই কোর্স চালু হলে বিভাগের নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম আরও ব্যাহত হবে। সন্ধ্যাকালীন স্নাতকোত্তর কোর্সের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান নিয়েও তাঁরা প্রশ্ন তোলেন। অন্যদিকে শিক্ষকেরা বলছেন, শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার কোনো ক্ষতিসাধন ছাড়া বিভাগের স্বার্থেই তাঁরা এই কোর্স চালু করতে চান।

> শিক্ষার্থীরা বলেন, বাইরের প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা সত্ত্বেও মূলত ব্যবসায়িক স্বার্থে শিক্ষকেরা এ কোর্স চালু করতে চাচ্ছেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ধ্যাকালীন কোর্স চালুর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে প্রথম থেকেই আন্দোলন করে আসছেন শিক্ষার্থীরা। সর্বপ্রথম ২০০৩ সালে বাণিজ্য অনুষদে এ কোর্স চালুর সিদ্ধান্ত নিলে আন্দোলন করেন অনুষদের শিক্ষার্থীরা। সম্প্রতি ওই অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, শিক্ষকেরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও সন্ধ্যাকালীন কোর্সে ক্লাস নিতে ব্যস্ত থাকায় বিভিন্ন প্রয়োজনে তাঁদের পাওয়া যায় না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হিসাববিজ্ঞান বিভাগের এক শিক্ষার্থী *প্রথম আলোকে* জানান, তাঁরা ২০০৮ সালের নভেম্বরে স্নাতক শেষ বর্ষের পরীক্ষা দেন। পাঁচ মাস পর ফলাফল দেওয়া হলেও প্রশাসনিক ভবন থেকে ছাড় পেতে দেরি হওয়াসহ তা পেতে সব মিলিয়ে এক বছরের বেশি সময় লাগে। ২০০৭ সালে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে সন্ধ্যাকালীন কোর্স চালুর চেষ্টা হলেও শিক্ষার্থীদের বিরোধিতায় তা বন্ধ হয়ে যায়। একইভাবে ২০০৯ সালে ইংরেজি বিভাগের সন্ধ্যাকালীন কোর্সও বন্ধ হয়ে যায়।

গত ১০ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি অনুষদে সন্ধ্যাকালীন স্নাতকোত্তর কোর্স (ই-ফার্ম) চালুর সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে অনশনে নামেন শিক্ষার্থীরা। তাঁদের লাগাতার আন্দোলনের হুমকির পরদিনই অনুষদ কর্তৃপক্ষ কোর্সটি বাতিল করতে বাধ্য হয়। এর কিছুদিন পর ২২ মে একই দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের শিক্ষার্থীরা। কর্তৃপক্ষ দাবি না মানায় ২৫ মে ক্লাস বর্জন করে বিভাগীয় ভবনে তালা লাগিয়ে দেন তাঁরা। একই দিন সংবাদ সম্মেলন করে তাঁরা কোর্সটি বাতিলের দাবি জানান।

সর্বশেষ লোকপ্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থীরা কোর্স বন্ধের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছেন। কোর্সটি বন্ধ না করলে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। একইভাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ছয়টি বিভাগের শিক্ষার্থীদের টানা ১৪ দিনের আন্দোলনের মুখে ওই সব বিভাগের কর্তৃপক্ষ সন্ধ্যাকালীন কোর্স স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেয়। একইভাবে কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগে সন্ধ্যাকালীন কোর্স চালুর সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে আন্দোলনে নামার ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান সুলতানা পারভীন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমাদের বিভাগে শিক্ষার্থীদের গবেষণার জায়গা ও সুযোগ নেই। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে টাকা দেওয়া হয়, তাও অপ্রতুল। শিক্ষার্থীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে মূলত বিভাগের স্বার্থেই আমরা কোর্সটি চালু করতে চেয়েছিলাম।'

শিক্ষাবিদ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর কাছে জানতে চাইলে তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'শিক্ষার্থীদের অভিযোগগুলো যৌক্তিক। বর্তমান পরিস্থিতিতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা উচিত, এটা ঠিক। কিন্তু এই অজুহাতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো অথবা বিভাগে বিভাগে নৈশ কোর্স চালু করাই সমাধান নয়। এসব না করে প্রতিষ্ঠিত, ঐতিহ্যপূর্ণ ও অবকাঠামোসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হোক।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, প্রতিটি বিভাগ তাদের নিজ নিজ স্বাধীনতা অনুযায়ী কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মধ্যে কেউ পেরেছে, কেউ পিছু হটেছে। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে উচ্চশিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে। তা সন্ধ্যাকালীন কোর্স চালু করে আর না করেই হোক।